ঈশ্বরের সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন

"ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?"

প্রত্যেকে এটা স্বীকার করে যে আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (চোখ, কান, মস্তিস্ক, হৃদপিন্ড) নিজস্ব কার্য আছে। তাহলে কি এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের সৃষ্টির এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে? সর্বজ্ঞানের অধিকারী ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য অথবা কেবলমাত্র পার্থিব চাহিদা মেটানোর জন্য। বরং ঈশ্বর স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন এই জীবন একটা পরীক্ষা স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ এখানে পরীক্ষিত হবে, কে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে তার নির্দেশিত পথে জীবন চালনা করছে। আল্লাহ বলেছেন :

> "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, যাতে তাকে পরীক্ষা করি এবং তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। নিশ্চয় আমি তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছি। এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।"
>
> (কুরআন ৭৬:২-৩)

অনেক মানুষের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে অসুবিধা নেই কিন্তু অসুবিধাটা হল নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করার মধ্যে। আর তার কারণ এটাই যে ঈশ্বর নির্দেশিত পথে চললে সেই মানুষেরা তাদের পছন্দ মাফিক জীবন কাটাতে পারবে না। সেই জন্যই ইহজীবনে আমাদের পরীক্ষা এটাই যে আমরা স্বার্থ ও অহংকে প্রাধান্য না দিয়ে কতটা সঠিক ভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে পারি।

"ঈশ্বর কেন আমাদের পরীক্ষা নেন ?"

ঈশ্বররের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই কারণ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার কোন কিছু তৈরী করার বা কারুর পরীক্ষা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বিশ্বাসী হওয়া তার কোন উপকার করে না এবং আমাদের অবিশ্বাস তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। বরং এটা তার মহানুভবতার একটি নিদর্শন যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে চেনার ও জানার সুযোগ দিয়েছেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানের অধিকারী, তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। প্রয়োজনটা আমাদের, আমরা কিভাবে জীবন কাটাবো, আমরা কোন পথটা বেছে নেবো।

"আমাদের সত্যিই কি অন্য কোনো পছন্দ থাকার অবকাশ আছে?"

ঈশ্বর যদিও আমাদের পছন্দ জানেন তথাপি আমাদের পছন্দ তিনি আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর যদিও চান সকল মানুষ তার নির্দেশিত পথেই চলুক তথাপি তিনি জোর করে কারুর উপর পছন্দ চাপিয়ে দেননি। তিনি চাইলে সকলকেই তার নির্দেশিত পথে চালিত করতে পারেন, সে ক্ষমতা তার আছে। তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের দিয়েছেন। এখন আমাদের পছন্দের জন্য আমরাই দায়ী থাকবো। আমরা আমাদের পছন্দ মতো কাজ করতে পারি, ঈশ্বর সেখানে আমাদের বাধা দেননি। তার মানে এই নয় যে তিনি আমাদের যা করতে বাধা দিচ্ছেন না, সেগুলো সবই তাঁর পছন্দের।

"ঈশ্বর কেন নিজেকে প্রকাশ করেন না?"

মহান ঈশ্বর তার অপরিসীম জ্ঞানের সাহায্যে আমাদেরকে এবং এই বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান আমরা তার সৃষ্টির মধ্যে নিহিত নির্দশনের মাধ্যমে তাকে উপলব্ধি করি। এটাও আমাদের ইহজীবনের পরীক্ষার একটি অঙ্গ। ঈশ্বর এটাও আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তার প্রদত্ত ক্ষমতার সাহায্যে যেন আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারি। এই সব কিছু একটাই অর্থ বহন করে যে, সেই সকল মানুষরাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবে যারা তার ব্যাপারে বিনয়ী, মনোযোগী এবং সৃষ্টির প্রতি গভীর ভাবে মননশীল।

"পৃথিবীতে কেন তাহলে এত কষ্ট?"

ইহ জগতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষিত হবে। তার মানে এটা কখনই প্রমান করে না যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই বা তিনি সর্বশক্তিমান নন। বরং আমাদের পরীক্ষা নেবার জন্যই তিনি ভালো এবং মন্দ দুটোই হতে দেন। আমরা কোনটা করবো সেটাই আমাদের পরীক্ষা। আমাদের কি হবে তার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভালো, মন্দ বিচারের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের ইহকাল ক্ষনিকের কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী সময় অসীম, চিরন্তন। পরকালের ওই অসীম, চিরন্তন সময়েই আমাদের পূর্ণ বিচার হবে। ইহকালের সামান্য দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি চিরন্তন সুখ।

"ঈশ্বর কেন মানুষতে শাস্তি দেন?"

সুবিচারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরী, এটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ঈশ্বর আমাদেরকে ঠিক, ভুল বিচার করার ক্ষমতা দিয়েই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কোন পথে আমরা জীবন কাটাবো তা নির্ণয় করার ক্ষমতাও আমাদের আছে। তাই ঠিক বা ভুল পথ বেছে নেওয়ার দায় আমাদের ওপরই বর্তায়। যারা ঈশ্বরের পছন্দসই পথে জীবন কাটাবে তারাই পাবে ঈশ্বরেরে করুণা এবং তারাই হবে জান্নাতবাসী। কিন্তু যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ক্ষনিকের আনন্দের জন্য অসাবধানী জীবন যাপন করবে, তারা তার কুফল ভোগ করবে পরকালে। তাদের ওই পরিণামের জন্য একমাত্র তারাই দায়ী থাকবে, কারণ তারাই বেছে নিয়েছে ওই পথ, যদিও মহানুভব ঈশ্বর তাদেরকে সঠিক পথ নির্ণয় করার ক্ষমতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরকে তাদের ওই পরিনামের জন্য কখনোই দায়ী করা যাবে না। ঈশ্বর মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি তার রহমত (দয়া) মানুষের ওপর সহজে প্রদান করতে চান। কিন্তু আমাদেরকে সেটা গ্রহণ করতে হবে, তার জন্য তার নির্দেশিত পথে চলতে হবে। ঈশ্বর যদিও আমাদের পছন্দ সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু তা বলে আমরা সঠিক পথ নির্ণয় করার দায় থেকে সরে যেতে পারি না।

ইসলাম একটি বাস্তববাদী ধর্ম যা উৎসাহিত করে ঈশ্বরের করুণা লাভের এবং তার প্রতি ভয়ে প্রদর্শনের এক সুষম মিশ্রণকে। এই দুটি জিনিসই প্রয়োজন একটি সহজ, সরল ও ইতিবাচক জীবনযাপনের জন্য। ঈশ্বর অসীম করুণাময় এবং নিঃসন্দেহে সুবিচারকারী। যদি শেষ বিচার (কেয়ামত) এর দিন না থাকতো তবে ঈশ্বরের সুবিচারের কোন আশা থাকতো না, যা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। শেষ বিচারের ভয় ব্যতীত আমাদের জীবন অনর্থক।

উপসংহার

আমরা কি এই পৃথিবীতে আনীত হয়েছি কেবলমাত্র ৮০ বছর বা তার কিছু কম বেশি সময় অতিবাহিত করার জন্য? নাকি আরো বেশি কিছু উদ্দেশ্য আছে আমাদের এই জীবনে। আমরা কি কেবলমাত্র উন্নত মানের বনমানুষ মাত্র, যার কোন চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই। আমাদের কি কেবল জাগতিক চাহিদাই আছে নাকি আধ্যাত্মিক চাহিদাও আছে?

সারা সৎ অথচ ঈশ্বরের সম্বন্ধে এখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তাদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ তারা যেন মনেপ্রাণে এটাই বলে.....

"হে ঈশ্বর যদি তুমি থেকে থাকো, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করো।"

ইনশাআল্লাহ(যদি আল্লাহ চান), আপনি নিরাশ হবেন না, বরং ফল দেখে বিস্মিত হবেন।

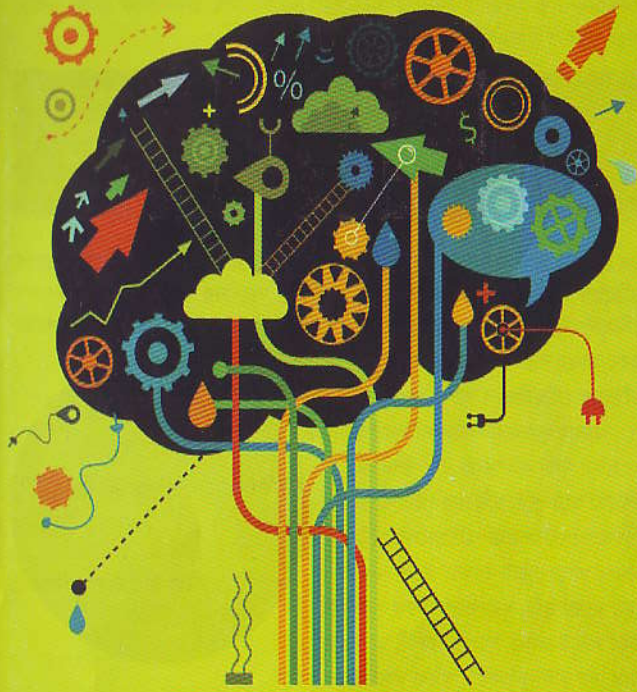
Receive FREE copy of Quran

Call / SMS / Email / Visit us

নাস্তিকতা

নিরীশ্বরবাদ

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি



"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব
পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে,
যাতে করে তাদের কাছে ফুটে উঠে যে, এ কুরআন সত্য।"
কুরআন ৪১:৫৩

explore **Islam** Peace . Mercy . Eternal Bliss

এই পুস্তিকাটি পাঠকগণকে ঈশ্বর (আল্লাহর) এর অস্তিত্বের ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করবে। পুস্তিকাটির মাধ্যমে পাঠকগণ জানতে পারবেন মহান ঈশ্বর কিভাবে তাঁর অস্তিত্বকে নির্দেশিত করেছেন তার নানাবিধ প্রাকৃতিক সৃষ্টির মাধ্যমে এবং তার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এছাড়াও পাঠকগণ নিরীশ্বরবাদীদের কিছু প্রশ্নের যথাযত উত্তর পাবেন।

ঈশ্বর তার অস্তিত্বের কতিপয় নিদর্শন আমাদের সামনে রেখেছেন এবং সেগুলিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে তার প্রতি বিশ্বাস আনতে বলেছেন। আমাদের কর্তব্য মহান ঈশ্বর প্রদর্শিত সেই সব নমুনা সমূহের উপর পর্যালোচনা করা এবং তাহলেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারব। কতিপয় মানুষ সেগুলি অনুধাবন করতে পারে এবং তার পারিপার্শ্বিক ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রমান পায়। আর কিছু মানুষ আছে যারা হেলায় সেগুলি এড়িয়ে যায়। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের এক সহজাত প্রবনতা দিয়েছেন। মানুষ সেই প্রবনতাকে প্রকট করতে পারে আবার প্রচ্ছন্নও করতে পারে।

"ঈশ্বর অবশ্যই সেই সব মানুষকে সঠিক পথ দেখায় যারা তার হেদায়েতের মুখাপেক্ষী এবং তার প্রতি মনোযোগী। সেই সকল মানুষ কখনই ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবে না যারা তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান। যারা বিশ্বাসী এবং মনোযোগী ঈশ্বর তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন" কুরআন ১৩:২৭

এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো সঠিক জ্ঞান, মুক্ত চিন্তাশক্তি এবং অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভবনার প্রতি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, যা অর্জনের জন্য আমাদেরকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়তো হতে হবে কিন্তু এই উন্মুক্ত চিন্তাশক্তি এবং আগ্রহ ব্যতীত কোনো তথ্যই মানুষকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতে পারবে না। আল্লাহ কুরআন পাকে পরিস্কার ঘোষনা করেছেন যারা অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের বশবর্তী হয়ে তার অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান হবে তারা কেবলমাত্র অবিশ্বাসের যুক্তি দেখতে পাবে। তাই আমরা আসা করবো যারা মনোযোগী, মুক্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং সত্যই প্রকৃত সত্যের সন্ধানী তাদেরকে আমাদের এই পুস্তিকাটি সঠিক তথ্য প্রদান করবে এবং সাহায্য করবে নতুন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বরকে জানার ও বোঝার।

এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। যে জন্য খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সমালোচনা গুলো ইসলাম ধর্মের উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের যুক্তি সমূহ

নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের মূল কারণ

১. বিশ্বজগতের সূচনা

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কে নির্দেশিত করে তা বোঝার জন্য এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন। কল্পনা করা যাক মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে একটি ঘড়ি পাওয়া গেল। আমরা জানি ঘড়িটি কাঁচ, প্লাস্টিক এবং ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী। কাঁচ তৈরী হয় বালি থেকে, প্লাস্টিক তৈরী হয় ভূগর্ভ নিঃসৃত তেল থেকে এবং ধাতু নিষ্কাশিত হয় ভূগর্ভ থেকে। এই তিনটি পদার্থই মরুভূমিতে পাওয়া যায়। তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন ঘড়ি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গেছে। তাহলে কি এটা বিশ্বাস যোগ্য যে সূর্যের আলো আর প্রবাহমান বাতাসের সহযোগে ভূগর্ভ নিঃসৃত তেল, বালি এবং ধাতব মিশ্রিত হয়ে লক্ষাধিক বছরের কোন এক প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ঘড়িটি সৃষ্টি হয়েছে।

"তারা কি আপনা-আপনাই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" কুরআন ৫২:৩৫

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুযায়ী এই বিশ্বজগৎ সসীম, এর একদিন সমাপ্তি হবে এবং এর নির্দিষ্ট এক সূচনাও আছে। তাহলে প্রশ্ন যেটা আসে তা হলো এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি কিভাবে? আমাদের অভিজ্ঞাতা এবং যুক্তি এটাই বলে যে যার একটি নির্দিষ্ট সূচনা আছে সেটা নিজে থেকে কখনও তৈরী হতে পারে না, বা কোন কারণ ব্যতীত তৈরী হতে পারে না। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এর সৃষ্টি করেছেন এমন কেউ যিনি সাধারণ নন। এই 'অসাধারণ সত্ত্বা' এমন একজন যিনি একাধারে সর্ব শক্তির ও, সর্ব জ্ঞানের অধিকারী এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ। কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব জগৎ এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী যা কিনা সুচারু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এই সমগ্র বিশ্বকে। আমরা এটাও বলতে পারি এই 'অসাধারণ সত্ত্বা' কোন সময় বা কালের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কারণ সময়, কাল এই সব বিষয় এর সূত্রপাত বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পরে হয়েছে। এই সকল তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলো ঈশ্বর সম্বন্ধে মূল ধারণা প্রদান করে, যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। কেউ কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে যে **"ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?"** বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তার সৃষ্টি থেকে আলাদা। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার কোন তুলনা হয় না। ঈশ্বর চিরন্তন ও শাশ্বত, তার কোন শুরু বা শেষ নেই।

২. বিশ্বজগতের নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ হলো এই বিশ্বজগতের সুষম নিয়ন্ত্রণ। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে এই বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি কাকতলীয় ভাবে হয়েছে এবং কারুর পর্যবেক্ষণ ব্যতীত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বিশ্বজগতের লক্ষাধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য এমন আছে যা স্রষ্টা এমন ভাবে তৈরী করেছেন যা না থাকলে জীব কূলের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবী এবং সূর্যের দুরত্ব, ভূত্বকের স্থূলতা, পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান, পৃথিবীর ঢাল। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন একটিরও সামান্যতম হেরফের হতো তাহলে জীবকূলের পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব হতো না। একটি ঘড়ির নির্মাতা যেমন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ঘড়িটিকে তৈরী করে যাতে সেটি সঠিক ভাবে সময় প্রদর্শন করতে পারে, অনুরূপ ভাবে এই বিশ্বজগতেরও এক স্রষ্টা থাকা স্বাভাবিক, যার নিয়ন্ত্রণে এই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে সঠিক সময়ে সদা প্রদক্ষিন করছে। এই নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ এমনি এমনি হতে পারে না। আমাদের শরীরের মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্বে অনবরত ঘটতে থাকা বিষয় সমূহের মধ্যে যে নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ দেখি, তা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রকের ব্যতীত সম্ভব নয়। এই নিয়ন্ত্রক আর কেউ নন, তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক।

এখানে একটা বিষয় অবশ্যই বলা জরুরী যে, ইসলাম বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞানের নানাবিধ গবেষণার মাধ্যমে সেই সকল সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যা কিনা ঈশ্বর তার সৃষ্টির মধ্যে নিহিত করে রেখেছেন। বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে এমন এং সত্বা বিরাজমান যার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বিশালতার কোন ধারণা আমরা করতে পারবো না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা জানতে পেরেছি নানান প্রকৃতিক পদ্ধতির (জলচক্র, মাধ্যাকর্ষণ) কারণ সমূহ। এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ এক সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক এর পক্ষেই যুক্তি দেয়, সেই স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক আর কেউ নন, তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের তৃতীয় প্রমাণ হলো মানুষের নিকট ঈশ্বর থেকে প্রেরিত প্রাত্যাদেশ।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কুরআন মানবজাতির কাছে প্রেরণ করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করা, যাতে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুধাবন করে তার প্রতি বিশ্বাস আনতে পারে এবং তার আদেশানুসারে জীবন যাপন করতে পারে। সমগ্র কুরআনের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার এই মহান সৃষ্টির প্রতি, বিশ্বজগতের এই জটিল কর্মকান্ডের প্রতি এবং আমাদের জটিল শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির প্রতি। যা প্রতি নিয়ত তিনি সুচারু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। এই সকল নমুনা গুলি এটা প্রামান করার জন্য যথেষ্ট যে আমাদেরকে মহান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে, সুপরিকল্পিত ভাবে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে।

"অবশ্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং নদীতে নৌকা সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তার দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তন এবং মেঘমালা, যা তাঁরই হুকুমের অধীন, আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য
কুরআন ২:১৬৪

এছাড়াও আরো অনেক নিদর্শন আছে যা পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত করে যে কুরআন ঈশ্বর প্রেরিত।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

লক্ষাধিক মানুষ এই কুরআন শুরু থেকে শেষ অবধি নির্ভুল ভাবে স্মরণ করে।

- এতে কোন ভুল বা সন্দেহ নেই।
- আরবি ভাষায় কুরআন এর অবতরণ এর সময় থেকে এর সামান্যমতও পরিবর্তন হয় নি। এই অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে আমরা পাই না।
- কুরআন হল মানব জাতির জন্য এক সহজ এবং সার্ব্বজনীন বার্তা যা মানুষের মনকে নাড়া দেয়, মানুষকে চিন্তা করতে প্রভাবিত করে এবং সর্বপরি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করে।
- কুরআন ১৪০০ বছরেরও কিছু আগে প্রেরিত হয়েছে, যার মাধ্যে এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণিত আছে যা সে সময়ের মানুষের কাছে অজানা ছিল কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকরা সেই সকল তথ্যের প্রমাণ পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ জল হল সকল জীবের উৎপত্তির উৎস (কুরআন ২১-৩০); বর্ধনশীল বিশ্বজগত, সূর্য এবং চাঁদের নিজেস্ব অক্ষরেখা (কুরআন ২১-৩৩)।
- কুরআনে এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত আছে যা সেই সময় অজানা ছিল কিন্তু আজ তার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, অনুরূপ ভাবে কুরআনে অনেক ভবিষ্যৎ বাণী আছে যার সত্যতা আজ আমাদের সামনে আসছে।

কুরআনের এক অসীম ক্ষমতা আছে যা মানুষকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

- কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট, যিনি লিখতে পড়তে জানতেন না না। অথচ ভাষাবিদ্গণ কুরআন এর ভাষাশৈলীকে কুর্নিশ করে।
- কুরআনে বর্ণিত নানাবিধ অদ্বিতীয় ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এটাই প্রমান করে যে কুরআন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারোর সৃষ্টি নয়।